দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

87

ভুয়া শিক্ষক প্রসঙ্গে

সম্প্রতি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল যে, সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারি ভুয়া। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মূল বক্তব্য হলো যে, তাদের ব্যাংক হিসাব নম্বর নেই এবং হিসাব নম্বর ছাড়াই তাদের বেতন-ভাতাদির টাকা তোলা হচ্ছে। সম্প্রতি মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা স্মারক নং ও এম/৪৩৫/ম/৯৮/২৯০৮৬/১০০০ম তাং ২৪-১২-৯৮ মূলে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাংক হিসাব নম্বর নাই শিক্ষক/কর্মচারি সংখ্যা উল্লেখপূর্বক কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, যে সংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীর নাম উল্লেখ চিঠিতে আছে তারা অনেকেই চাকরিতে নেই ও তাদের বেতন-ভাতাও তোলা হয়না। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ২৪শে অক্টোবর ১৯৯৫ সালে ঘোষিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী অনেক শিক্ষক-কর্মচারি উদ্বৃত্ত হয়ে যান। তাদের অনেকের পদ শূন্য হওয়ার পর শূন্য পদের বিপরীতে কোন নিয়োগ না দেয়া সত্ত্বেও বেনবেইস কর্তৃক তাদের টাকা ছাড় করা হচ্ছে; যেমন ১৯৯৫ সালে ঘোষিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রতি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২ জন চতুর্থ শ্রেণী ও ১ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারি থাকতে পারবে। যে সকল বিদ্যালয়ে ঘোষিত প্যাটার্নের বাইরে অতিরিক্ত জনবল শূন্য হওয়া সাপেক্ষে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, অনেক বিদ্যালয়েই অতিরিক্ত জনবল আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অতিরিক্ত জনবল শূন্য হওয়ার পরও বেনবেইস তাদের টাকা ছাড় করছে। কিন্তু মন্ত্রণালয় কখনই বোধহয় ব্যাংক থেকে তথ্য সংগ্রহ করে না। করলে ভুয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অনেক কমে আসতে পারে। তবে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ভুয়া শিক্ষক থাকতে পারে। ইহাতে ধারণা করা যায় যে, বেনবেইস, ব্যাংক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়হীনতা দায়ী। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই চিঠি পেয়ে বিপাকে এবং হয়রানির শিকার হচ্ছে। যার ফলে কর্তৃপক্ষের জরুরি দৃষ্টি দেয়া একান্ত আবশ্যক।

প্রদীপ কুমার সরকার
সাধারণ সম্পাদক
প্রেস ক্লাব
হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ।